দৈনিক ইত্তেফাক

৪।

তারিখ 03 NOV 1996
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

দেশে ইংরেজী শিক্ষার বেহাল অবস্থা

রেজানুর রহমান ॥ দেশে ইংরেজী শিক্ষার এখন বেহাল অবস্থা। যোগ্য ও মেধাবী ইংরেজী শিক্ষক-শিক্ষিকার অভাব প্রকট। গ্রামাঞ্চল, এমনকি নগর-শহরের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীরা ইংরেজী চর্চার সুষ্ঠু পরিবেশ পাইতেছে না। সদ্য প্রকাশিত ৫টি বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষায় সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্র-ছাত্রীর অকৃতকার্যের কারণ ইংরেজী। অকৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে শতকরা ৮০ হইতে ৮৫ জন পরীক্ষার্থী ইংরেজীতে পাস নম্বর তুলিতে পারে নাই।

দেশে বাংলার পাশাপাশি ইংরেজী ভাষায় শিক্ষাদান পদ্ধতি বিদ্যমান। কিন্তু বহির্বিশ্বের সহিত তাল মিলাইয়া চলার জন্য ইংরেজী ভাষার প্রতি যতটা জোর দেওয়া প্রয়োজন, তাহা দেওয়া হইতেছে না। দক্ষ শিক্ষক নাই। ক্লাসে যাহারা পাঠদান করেন, তাহাদের অনেকেই পাঠ্যসূচীর বিষয়বস্তু বোঝেন না। এই মন্তব্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তার। শুধু স্কুলে নয়, কলেজে, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়েও ইংরেজীর যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকার অভাব। শহরের চাইতে গ্রামের অবস্থা আরও নাজুক। গ্রাম, থানা ও জেলা পর্যায়ের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইংরেজীর নির্ধারিত কোন শিক্ষক-শিক্ষিকা নাই। অন্য বিষয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দিয়া 'ঠেকা' কাজ চালাইয়া নেওয়া হয়। ফলে ইংরেজীর ক্লাসের কোন গুরুত্ব নাই। ইংরেজী না বুঝিয়া ছাত্র-ছাত্রীরা অনেকেই শুধুই মুখস্থ বিদ্যার প্রতি ঝুঁকিয়া পড়ে। একটি সূত্রের মতে, দক্ষ, মেধাবী ইংরেজীর শিক্ষক-শিক্ষিকারা গ্রামে থাকিতে চান না। ইহার একটাই কারণ, গ্রামে প্রাইভেট টিউশনীর কোন সুযোগ নাই। প্রাইভেট টিউশনীর ক্ষেত্রে ইংরেজীর দক্ষ শিক্ষক-শিক্ষিকার কদর এখন সবচাইতে বেশী। সরকারী-বেসরকারী কোন বাছ বিচার নাই। শহরের নামকরা একটি স্কুলের চাকুরীই যথেষ্ট। চাকুরী জোটাইয়া জমজমাট টিউশনী শুরু করিলেই ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইয়া যায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের চেয়ারম্যান বলিয়াছেন, প্রতি বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজী ও বাংলা বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়। ইংরেজীতে শতকরা ৫/৬ জন, বাংলায় ৭/৮ জন ছাত্র-ছাত্রী পাস করে। তিনি বলেন, শুধু ইংরেজী নয়, আমাদের ছেলে-মেয়েরা বাংলাও ভালভাবে শিখিতেছে না। (২য় পৃঃ দ্রঃ)

(১ম পৃঃ পর)

শিক্ষার বেহাল অবস্থা

ইত্তেফাক প্রতিনিধির সহিত গতকাল (শনিবার) এক সাক্ষাৎকারে শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক বলেন, ইংরেজীর এই বেহাল অবস্থা একদিনের নয়। অজান্তে এক ধরনের অবহেলার কারণেই আমাদের ছেলে-মেয়েরা আজ ইংরেজীতে এত কাঁচা। তিনি বলেন, দেশে এখন স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। সেই তুলনায় দক্ষ শিক্ষক-শিক্ষিকা নাই। দুর্ভাগ্যজনক হইলেও সত্য, কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমন ইংরেজীর শিক্ষক রহিয়াছেন যিনি মোটেই দক্ষ ও অভিজ্ঞ নন। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেই হইল আসল। অথচ প্রাথমিক বিদ্যালয়েও যোগ্য ইংরেজী শিক্ষকের অভাব দেখা দিয়াছে। গ্রামের স্কুল-কলেজের অবস্থা আরও করুণ। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, মাতৃভাষা বাংলা অবশ্যই অগ্রাধিকার পাইবে। কিন্তু বহির্বিশ্বের সহিত তাল মিলাইবার জন্য ইংরেজীর প্রতি আরও যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। তিনি বলেন, সরকার ইংরেজীর চর্চা বৃদ্ধির জন্য স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে। স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় স্কুল-কলেজে ইংরেজীর দক্ষ শিক্ষক-শিক্ষিকার চাকুরীর মেয়াদ বাড়ানো হইয়াছে। যাহারা চাকুরী হইতে অবসর নিয়াছেন তাহাদের মধ্যে কেহ পুনরায় চাকুরী করিতে চাহিলে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করা হইবে। তিনি বলেন, দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় থানা কিম্বা জেলা শহরে প্রতি বছর ইংরেজী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হইবে। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ইংরেজীকে গুরুত্ব দেওয়া যাইতে পারে। মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের কি করিয়া শিক্ষকতা পেশায় আকৃষ্ট করা যায়, তাহাও চিন্তা করা হইতেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর এ,কে, আজাদ চৌধুরী বলেন, প্রিয় মাতৃভাষা বাংলাকে প্রাধান্য দিতে গিয়া অগোচরে আমরা ইংরেজীর প্রতি অমনোযোগী হইয়া উঠিয়াছি। স্কুল-কলেজে ইংরেজীর দক্ষ শিক্ষকের অভাব প্রকট, যাহারা ইংরেজী পড়ান তাহারা অনেকেই না বুঝিয়া পড়ান, তিনি বলেন, বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। কাজেই ইহার গুরুত্ব থাকিবেই। তাই বলিয়া আন্তর্জাতিকভাবে আমরা পিছাইয়া থাকিতে পারি না। মাতৃভাষার পাশাপাশি একটি আন্তর্জাতিক ভাষার প্রতি আমাদের গুরুত্ব দিতে হইবে এবং ইহা অবশ্যই ইংরেজী ভাষা। তিনি বলেন, স্কুল শিক্ষা হইতে ইংরেজীর প্রতি গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। প্রয়োজন হইলে ইংরেজীকে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে গুরুত্ব দিয়া চর্চার পরিবেশ সৃষ্টি করিতে হইবে।

ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ময়েজউদ্দিন আহমদ বলেন, সদ্য প্রকাশিত এইচ এস সি পরীক্ষায় ফেল করা ছাত্র-ছাত্রীদের শতকরা ৮০ হইতে ৮৫ জনই ইংরেজীতে দুর্বল ছিল। সব চাইতে জরুরী স্কুল পর্যায়ে ইংরেজী চর্চার পরিবেশ সৃষ্টি করা। ইংরেজীর দক্ষ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উৎসাহ দেওয়ার ব্যবস্থা করিলে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হইতে পারে। দেশের বিভিন্ন স্থানে টিচার্স ট্রেনিং কলেজের মাধ্যমে ইংরেজীর শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া যাইতে পারে।

তেজগাঁও কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর তোফায়েল আহমেদ চৌধুরী বলেন, ডিগ্রী ক্লাসে ইংরেজী বাধ্যতামূলক ছিল না কয়েক বছর আগেও। ফলে ইংরেজী না শিখিয়াও গ্রাজুয়েট বাহির হইয়াছে। ফলে ইংরেজীর দক্ষ শিক্ষকের অভাব দেখা দিয়াছে। তিনি ইংরেজীকে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ঘোষণা করা যায় কি না, তাহা ভাবিয়া দেখার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী গার্লস স্কুল এণ্ড কলেজের অধ্যক্ষা জাকেরা রহমান বলেন, আমাদের স্কুল-কলেজ, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েও ইংরেজী পড়ান হয় দায়সারা গোছের। ছাত্র-ছাত্রীরা অনেক ক্ষেত্রে না বুঝিয়া শুধুমাত্র মুখস্থ করিয়া পরীক্ষার খাতায় লিখিয়া থাকে। ইংরেজীতে দক্ষ শিক্ষক-শিক্ষিকাকে উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন। ইংরেজী ক্লাসে ইংরেজী ভাষায় ছাত্র-ছাত্রীদের সহিত কথা বলিয়া পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন।